

কুর পাণ্ডব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Published by

porua.org

বিজ্ঞাপন

কিছুকাল হইল আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কল্যাণীয় শ্রমান সুরেন্দ্রনাথ
মহাভারতের মূল আখ্যানভাগ বাংলায় সঙ্কলন করেন। তাহাকেই সংহত
করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। আধুনিক
বাংলাসাহিত্যের উৎপত্তিকাল হইতেই সংস্কৃতভাষার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ
সম্বন্ধ ঘটিয়াছে এ কথা বলা বাহুল্য। এই কারণে যে বাংলা-রচনারীতি
বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে
বাংলাভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না ইহাতে সন্দেহ নাই।
এই কথা মনে রাখিয়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের উচ্চতরবর্গের জন্য এই
গ্রন্থখানির প্রবর্তন হইল। অন্যত্র অন্য বিদ্যালয়েও যদি ইহা ছাত্রদের
পাঠরূপে ব্যবহারযোগ্য বলিয়া গণ্য হয় তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

২৫শে বৈশাখ,

১৩৩৮।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

কুরুবংশের মহারাজ শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্ম চিরকুমারব্রত লইয়াছিলেন এই কারণে পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যকে তিনি সিংহাসনের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু অল্পবয়সেই বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হইল।

তখন ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্রকে স্বয়ং পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অন্ধ, তাই তাঁহার ছোট ভাই পাণ্ডুর হাতে রাজ্য ভার পড়িল। তাঁহাদের আর এক ভাই ছিলেন, বিদুর তাঁহার নাম, তিনি শূদ্রামাতার গর্ভজাত।

ধৃতরাষ্ট্রের সহিত যাঁহার বিবাহ হইল তাঁহার নাম গান্ধারী, তিনি গান্ধারকাজ সুবলের কন্যা, রূপে গুণে যশস্বিনী। আর ভোজরাজের পালিতা কন্যা কুন্তীকে পাণ্ডু বিবাহ করিলেন। পাণ্ডুর দ্বিতীয় পত্নীর নাম মদ্রী, মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী।

বিবাহের কিছুকাল পরে পাণ্ডু মৃগয়া করিতে বনে গেলেন আর রাজ্যে ফিরিলেন না। বনে তপস্যায় রত হইলেন, দুই রানীও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না।

বনে থাকিতেই তিন দেবতার কৃপায় কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর তিন পুত্র জন্ম লইলেন, ধর্ম্মের বরে যুধিষ্ঠির, পবনদেবের বরে ভীম ও দেবরাজ ইন্দ্রের বরে অর্জুন; অশ্বিনী কুমার নামক যুগলদেবতার বরে মদ্রীর গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হইল, তাঁহাদের নাম নকুল ও সহদেব।

ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী একশত পুত্র লাভ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বড় দুইটির নাম দুর্যোধন ও দুঃশাসন। তাঁহার একটিমাত্র কন্যা দুঃশলা।

কুন্তী যখন কুমারী ছিলেন তখনি সূর্য্যদেবের প্রভাবে বসুসেন নামে তাঁহার এক পুত্রের জন্ম হয়, কর্ণ নামেই তিনি বিখ্যাত। মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সারথ্যব্যবসায়ী সূতজাতীয় অধিরথের গৃহেই তিনি পুত্রবৎ পালিত হইয়াছিলেন।

সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

১

রাজকুমারদিগের বাল্যক্রীড়া—ভীমের প্রতি দুর্যোধনের
বিদ্রোহ—দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা—অস্ত্র-পরীক্ষা
—কর্ণের আগমন

১—১৪

২

পাণ্ডবদিগের বারণাবতে গমন—জতুগৃহদাহ—পাণ্ডবদের
পলায়ন—হিড়িম্বার বিবাহ

১৫—২৭

৩

পাণ্ডবদের পাঞ্চাল দেশে গমন—দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ও বিবাহ
—খাণ্ডবপ্রস্থে রাজ্য স্থাপন

২৭—৪১

৪

ময়দানবের সভানির্মাণ—দুর্যোধনের বিদ্রোহ—দ্যুতক্রীড়া—
যুধিষ্ঠিরের পরাজয় ও বনগমন

৪১—৬৯

৫

যুধিষ্ঠির প্রভৃতির দ্বৈতবনে বাস—বিরাটরাজের গৃহে
অজ্ঞাতবাস

৬৯—৮৪

৬

কৌরবদিগের সহিত বিরাটরাজার যুদ্ধ—অর্জুনের
জয়লাভ

৮৫—১০৯

৭

পাণ্ডবদিগের আত্মপ্রকাশ—উত্তরার বিবাহ—ধৃতরাষ্ট্রের
সভায় দূতপ্রেরণ

১০৯—১১৮

৮

উভয়পক্ষের দূত প্রেরণ—কৌরবগণের রাজ্যদানে অস্বীকার
—কর্ণ ও কুন্তীর কথোপকথন

১১৯—১৫১

৯

যুদ্ধের উদ্যোগ—যুদ্ধার্থ যাত্রা ১৩৯—১৫১

১০

ভীষ্মের সেনাপতিত্বে যুদ্ধ আরম্ভ—ভীষ্মের শরশয্যা ১৫১—১৮৫

১১

দ্রোণ, অভিমন্যু, জয়দ্রথ, কর্ণ, শল্য, দুর্যোধান প্রভৃতি
বীরগণের যুদ্ধ ও মৃত্যু ১৮৬—২৬৯

১২

সকলের হস্তিনাপুরে গমন—যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ ২৭০—২৭১

কুরু পাণ্ডব

১

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন প্রভৃতি একশত ভ্রাতার সহিত বালককালে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেবের সর্বদা ক্রীড়া কৌতুক চলিত। কিন্তু ভীমের বল এত অত্যন্ত অধিক ছিল যে তাঁহার পক্ষে যাহা ক্রীড়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের পক্ষে তাহা পীড়ার কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা গাছে চড়িলে গাছে পদাঘাত করিয়া তিনি তাহাদিগকে শাখাচ্যুত করিয়া দিতেন, জলক্রীড়াকালে তাহাদিগকে বলপূর্বক জলমগ্ন করিতেন, কেশকর্ষণ করিয়া মাটিতে ফেলিতেন, দুইজনকে পরস্পরের সহিত নিষ্পেষণ করিতেন, এইরূপে নানাপ্রকার উৎপীড়নে তিনি ধাতরাষ্ট্রদের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

ভীমের বলদর্পে বিশেষভাবে দুর্যোধনের মনে অপ্রসন্নতা জন্মিল। ভীমকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি মনে মনে এক উপায় স্থির করিলেন। গঙ্গাতীরে শিবির স্থাপন পূর্বক একটি রমণীয় ক্রীড়াস্থান নির্মাণ করাইয়া ভ্রাতাদিগকে বলিলেন, “আইস, আমরা উপবনশোভিত গঙ্গাতীরে গিয়া জলক্রীড়া করি।”

যুধিষ্ঠির প্রমুখ পাণ্ডবগণ ইহাতে সম্মত হইয়া ক্রীড়াস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ উদ্যানে ভ্রমণের পর তাঁহাদের আহার আরম্ভ হইল। সেই সুযোগে দুষ্টমতি দুর্যোধন ভীমসেনের আহাৰ্য্য মিষ্টানে গোপনে বিষ মিশাইয়া দিলেন। অবশেষে আহারের পর তাঁহাদের জলক্রীড়া আরম্ভ হইল।

সূর্য যখন অস্ত গেল সকলে জল হইতে উঠিয়া বিশ্রামে মন দিলেন। কিন্তু এদিকে ভীমসেন যে বিবজর্জ্বর অবশ দেহে গঙ্গাতীরেই পড়িয়া আছেন তাই। দুর্যোধন ছাড়া আর কাহারে দৃষ্টিগোচর হইল না। ভীমের এই অবস্থা দেখিয়া হুঁচকিতে সেই দুরাত্মা তাঁহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিল।

নদীতলে নাগলোক আছে, সেখানে ভীম যখন উত্তীর্ণ হইলেন তখন নাগরাজ বাসুকি চিনিতে পারিলেন যে ইনি তাঁহারই দৌহিত্র কুন্তীভোজের দৌহিত্র। তখন ভীমকে তিনি বিষের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য অমৃতপূর্ণ ভাণ্ড হইতে রসপান করাইলেন। ইহাতে শরীরের সমস্ত ক্লেশ অপহৃত হওয়ায় ভীমসেন নগদত্ত দিব্যশস্যায় শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রামগ্ন হইলেন।

এদিকে কৌরবেরা রাজধানীতে প্রত্যাগমনকালে দুর্যোধন ছাড়া আর সকলেই মনে বলেন ভীম তাঁহাদের অগ্রেই চলিয়া গিয়াছেন। যুধিষ্ঠির মাতার পাদবন্দন করিয়া সর্বাগ্রে ভীমের আগমন সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুন্তীদেবী চমকিত ও ভীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, “হায়, ভীমসেনকে ত আমি দেখি নাই, সে ও অগ্রে আসে নাই। অতএব যাও বৎস, অবিলম্বে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হও।”

ভীম অষ্টম দিনে জাগরিত হইয়া গাত্রোথান করলে নাগগণ নিকটে আসিয়া বলিল, “হে মহাবাহো, তুমি যে অমৃত পান করিয়াছ তাহাতে তোমার অযুত গজোপম বল হইবে। এক্ষণে এই দিব্যজলে স্নান করিয়া গৃহে প্রতিগমন করো, তথায় তোমার অদর্শনে তোমার মাতা ও ভাতৃগণ নিতান্ত কাতর হইয়া আছেন।”

এই উপদেশ অনুসারে ভীম স্নানাবসানে শুক্লমাল্য ও শুক্লাস্বর পরিধানপূর্বক বিগতরুম হইয়া হৃষ্টচিত্তে নাগগণের পূজা গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া নাগলোক হইতে উত্থানপূর্বক অবিলম্বে জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিলে, পুত্রবৎসলা কুন্তী ও ভাতৃগণ পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

যুধিষ্ঠির ভীমের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন— ভাতঃ! সাবধান, যেন এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ না পায়। অদ্যাবধি পরস্পরের রক্ষার্থে আমরাদিগকে বিশেষ যত্নবান থাকিতে হইবে।

একদিন রাজকুমারগণ দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়ামে নগরের বহির্দেশে উপস্থিত হইলেন। ক্রীড়াকালে তাঁহাদের হস্ত হইতে এক গুলিক। জলহীন কূপের মধ্যে পড়িয়া গেল, তাহা উদ্ধার করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াও কুমারগণ কিছুতেই কৃতকার্য হইলেন না। এই নিমিত্ত দুঃখিত ও লজ্জিত ভাবে তাঁহারা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন একটি কৃশকায় শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ সেই স্থান দিয়া চলিয়াছেন। ভগ্নোৎসাহ কুমারগণ তাঁহাকে বেঁটন করিয়া গুলিকা উদ্ধারের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

তোমাদের ক্ষত্রিয়-বলে ধিক্! যেহেতু তোমরা ভারতকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উঠাইতে পারিতেছ না।

এই বলিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন তোমরা যদি আমাকে উত্তমরূপে ভোজন প্রদান কর, তাহা হইলে আমি একমুষ্টি তৃণের সাহায্যে তোমাদের গুলিকা কূপ হইতে বাহির করিব।

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ একমুষ্টি ঈষিকা গ্রহণ করিয়া প্রথমত একটি ঈষিকার দ্বারা গুলিকা বিদ্ধ করিলেন। পরে আর একটি ঈষিকার দ্বারা পূর্ব ঈষিকা বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে ক্রমে একটির দ্বারা অপরটি বিদ্ধ করিয়া এই পরস্পরাযোগে গুলিকা উদ্ধার করিলেন। কুমারগণ বিস্ময়বিষ্ফারিতলোচনে

এই আশ্চর্য্য কৌশল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং গুলিকা পাইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণকে প্রণামপূর্ব্বক কহিলেন—

হে দ্বিজোত্তম! আপনি কে? অন্য কাহাতেও এরূপ দক্ষতা দেখা যায় না। আপনার কী প্রত্যুপকার করিব অনুমতি করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন—তোমরা মহামতি ভীষ্মের নিকট আমার বর্ণনা করিয়ো, তিনি নিশ্চয়ই আমায় চিনিতে পারিবেন।

ভীষ্ম এই ব্রাহ্মণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কহিলেন—হে বিপ্রর্ষে! অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানেই অবস্থিতি করুন। আমাদের ভাগ্যবলেই আপনি এ সময়ে উপস্থিত হইয়াছেন। এ রাজ্যের সমস্ত ভোগ্যবস্তু অতঃপর আপনারই অধীন জানিবেন।

দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মকর্তৃক সংকৃত হইয়া রাজভবনে কিয়ংকাল বিশ্রাম করিলে, প্রচুর অর্থের সহিত কৌরবকুমারদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ এবং তাঁহার বাসের জন্য এক উপযুক্ত গৃহ নির্দেশ করা হইল।

দ্রোণ শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিলে সূতপালিত কুন্তীপুত্র বসুসেন (যিনি পরে লোকমধ্যে কর্ণ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন) তাঁহার শিষ্যদলভুক্ত হইলেন। সমাগত শিষ্যগণুলীমধ্যে ভুজবলে উদ্যোগে এবং ধনুর্বেদশিক্ষায় অর্জ্জুন ক্রমে আচার্য্যের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। একমাত্র কর্ণই তাঁহার সহিত স্পর্ধা করিতে সাহস করিতেন।

অনন্তর শিষ্যগণ প্রত্যেকে সাধ্যমত বিদ্যালাভ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া আচার্য্য এক দিন রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সমবেত ভীষ্ম ব্যাস বিদুর কৃপ প্রভৃতির সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—

মহারাজ! কুমারগণ সকলেই বিবিধ প্রকার অস্ত্রশিক্ষায় কৃতবিদ্য হইয়াছেন, অনুমতি হইলে তাঁহারা এক্ষণে বিদ্যার পরিচয় দিতে পারেন।

দ্রোণবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদের এক মহৎ কৰ্ম্ম সাধন করিলেন। এক্ষণে কিরূপ বঙ্গভূমিতে কুমারদিগের শিক্ষার উত্তমরূপ পরীক্ষা হইতে পারে তাহা আজ্ঞা করুন। অদ্য আমার চক্ষু নাই বলিয়া যথার্থই কষ্টবোধ হইতেছে, যাহা হউক পরীক্ষার বৃত্তান্ত শুনিতে উৎসুক হইয়া রহিলাম।

এই বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র সম্মুখোপবিষ্ট বিদুরক কহিলেন—

হে ধর্ম্মবৎসল! আচার্য্য দ্রোণ আমাদের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উপদেশ অনুসারে অস্ত্রকৌশল পরিদর্শনের উপযুক্ত বঙ্গস্থলের আয়োজন কর।

বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া দ্রোণের প্রিয় অনুসারে অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তরুণশ্ম-বিহীন একটি সুপরিচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্রে বঙ্গভূমির সীমা পরিমাপ করা হইল। নির্দিষ্ট ভূমির এক পাশে রাজশিল্পীগণ অতি বিস্তীর্ণ দর্শনগার ও তাহার মধ্যে মহিলাদের অবলোকনের জন্য সুরমা গৃহসকল প্রস্তুত করিল। পুরবাসীরাও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে চতুর্দিকে অত্যুচ্চ মঞ্চ ও মহামূল্য পটবাসসকল স্থাপন ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

অনন্তর পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিগণসহ কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া মুক্তাজাল-সমলঙ্কৃত বৈদ্যু্যমণি-শোভিত সুবর্ণময় এক দর্শনাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাভাগা গান্ধারী কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিলাগণ মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণপরিবেষ্টিত শুইয়া নির্দিষ্ট গৃহে গমন করিলেন। রাজধানী হইতে চতুর্দিকের নানাবিধ লোক রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষা-দর্শনার্থী হইয়া দ্রুত আগমন করিতে লাগিল। ক্রমে বঙ্গস্থলে প্রবেশাখীর আর সংখ্যা রহিল না। অভ্যাগতদের কোলাহলে সে স্থান উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নিরূপিত সময় আগত প্রায় হইলে বাদকবৃন্দ মৃদুমন্দ রবে বাদন আরম্ভ করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতুহল পরিবর্তন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে শুল্কাস্বধারী শুল্কশ্মশ্রু শুল্কচন্দনানুলিপ্ত-কলেবর মহাতেজা দ্রোণাচার্য্য পুরু অশ্বখামার সহিত রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুরোহিতের দ্বারা মাস্তুলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। পুণ্যকর্ম্ম সমাপনাতে অনুচরবর্গ অস্ত্রশস্ত্র আনয়নপূর্ব্বক যথাস্থানে স্থাপন করিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য রাজপুত্রগণ অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র বন্ধনপূর্ব্বক বদ্ধতূণা ও বদ্ধপরিকর হইয়া যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠক্রমে হস্তে ধনুর্ধারণপূর্ব্বক রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে কুমারগণ নানাবিধ অস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক স্ব স্ব হস্তলাঘব দেখাইতে লাগিলেন। চতুর্দিকে ক্ষিপ্যমাণ অস্ত্র সকল দেখিয়া অনেকে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া ফেলি। অর্জুনের অদ্ভুত ক্ষমতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল।

পরে কুমারগণ বেগবান্ তুরঙ্গমে আরোহণপূর্ব্বক কখনও স্বনামাঙ্কিত বাণদ্বারা লক্ষ্যভেদ করিয়া, কখনও বা কাম্বুক দ্বারা অস্থির লক্ষ্য পাত করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিলেন।

তৎপরে তাঁহারা রথারোহণপূর্ব্বক পরস্পরকে মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া অশ্বচালনা-কৌশল দেখাইলেন।

পরে অসিচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক কেহ অশ্বে কেই বা গজে আরূঢ় হইয়া পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিলেন। ভ্রাম্যমাণ শাণিত তরবারির রশ্মিজাল চতুর্দিকে

বিকীর্ণ হইয়া অপূৰ্ণ শোভা ধারণ করিল। দৰ্শকমণ্ডলী প্রচুর সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ভীম ও দুর্যোধনকে পরস্পরকে বামে রাখিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে দেখা গেল। দুই তুল্যবীর ভীম ও দুর্যোধন পরস্পরের সহিত স্পর্ধাপূৰ্বক গদাযুদ্ধ আরম্ভ করায় তাঁহাদের প্রতি দৰ্শকবৃন্দের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। দুই দল দুই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কেহ—হা দুর্যোধন! কেই বা হা ভীম! বলিয়া স্ব স্ব পক্ষকে উৎসাহ দান করিয়া মহা কোলাহল বাধাইয়া তুলিল। পাছে ইহাতে উত্তেজনাবশে যোদ্ধাদের ক্রোধের উদ্বেগ হয়, সেই নিমিত্ত ধীমান্ দ্রোণ দুই বীরকে নিবারণ করিবার জন্য অশ্বখামাকে যুদ্ধস্থলে প্রেরণ করলেন। অশ্বখামার চেষ্টায় ভীম ও দুর্যোধন নিরস্ত হইলেন।

অনন্তর দ্রোণ বাদ্যধ্বনি নিবারণপূৰ্বক রঙ্গপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—

হে দৰ্শকগণ! আমার শিষ্যদের বিদ্যা ও কৌশল তোমাদের নিকট প্রদর্শিত হইল। ইহাদের মধ্যে আমি অৰ্জ্জুনকেই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি, অতএব তোমরা বিশেষরূপে তাঁহাকে দর্শন কর।

তখন অৰ্জ্জুন আচার্যের আদেশক্রমে গোসপ-চক্ষের অঙ্গুলি ত্রাণ ও কাঞ্চনময় কবচ পরিধানপূৰ্বক ধনুৰ্বাণ লইয়া রঙ্গস্থলে একাকী অবতীর্ণ হইবামাত্র তুমুল শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম হইল।

ইনি শ্রীমান কুন্তীনন্দন!—ইনি তৃতীয় পাণ্ডব!—ইনি দেবরাজ ইন্দ্রদত্ত পুত্র!—ইনি শ্রেষ্ঠ অস্ত্রবেত্তা!—ইনি কৌরবদের রক্ষক হইবেন!—প্রভৃতি প্রশংসাধ্বনি চতুর্দিক হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। পুত্রের সুযশ ঘোষণায় কুন্তী অশেষ প্রতি লাভ করিলেন।

এই সকল মহৎকার্য সমাপনান্তে সভা যখন ভগ্নপ্রায়, বাদ্যকোলাহল নিস্তন্ধ এবং দৰ্শকবৃন্দ নির্গমনোন্মুখ, সেই সময়ে রঙ্গভূমির দ্বারদেশে সহস্রা কিঞ্চিৎ চঞ্চলতা অনুভূত হইল এবং কোন বীরপুরুষের বাহ্যাস্ফোটন-শব্দ শুনা গেল দ্বারের দিকে সকলের কৌতূহল দৃষ্টি নিষ্ফিণ্ড হইল। পঞ্চপাণ্ডবেষ্টিত দ্রোণাচার্য্য দণ্ডায়মান হইয়া সে দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দ্বারের নিকটস্থ সকলে পথ মুক্ত করিলে মহাবীর সূতনন্দন কর্ণ সহজাত দিব্য কবচ ও কুন্ডলে শোভমান হইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশপূৰ্বক সগৰ্বে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ অবহেলাভরে দ্রোণ ও কৃপ আচার্য্যদ্বয়কে অভিবাদন করিলেন। সভাস্থ সকলে এই সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমান বীরের পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর কর্ণ অজ্ঞাতভ্রাতা অৰ্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

তুমি মনে করিতেছ একমাত্র তুমিই এই সকল স্তুতির অধিকারী, কিন্তু
বিস্মিত হইয়ো না, আমিও এই সমস্ত অদ্ভুত কৰ্ম সাধন করিব।

দুর্য্যোধন এতক্ষণ অৰ্জ্জুনের অভিশ্রুত প্রশংসাবাদে অতিশয় ঈর্ষান্বিত
হইতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার উপযুক্ত প্রতিপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় অনুরূপ
হর্ষযুক্ত হইলেন। লোকসমক্ষে রূঢ় বাক্য শ্রবণে অৰ্জ্জুনের একান্ত লজ্জা ও
ক্রোধের উদ্বেক হইল।

কর্ণ স্বীয় অঙ্গীকার অনুসারে অৰ্জ্জুনকৃত সমস্ত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া
দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিলে দুর্য্যোধন আনন্দের উচ্ছ্বাসে থাকিতে না
পারিয়া কর্ণকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন— হে বীরবর! তোমার অদ্ভুত
কৌশল দেখিয়া অদ্য আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম।

কর্ণ বলিলেন—প্রভো! বোধ করি আমি অৰ্জ্জুনকৃত সর্বপ্রকার
কার্যই সম্পাদন করিয়াছি, এক্ষণে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া অৰ্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত
পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি।

কর্ণের স্পর্ধায় ও দুর্য্যোধনের অনুমোদনে অৰ্জ্জুনের রোষের আর সীমা
রহিল না। তিনি কর্ণকে সাম্বোধনপূর্বক দুর্য্যোধনকে উদ্দেশ্য করিয়া
বলিলেন—

হে সূতপুত্র! যাহারা অনাহুত সমক্ষে উপস্থিত হয়, এবং অযাচিত
বাক্যবিন্যাস করে, তাহারা যে-লোকে গমন করে, অদ্য আমার হস্তে প্রাণ
ত্যাগ করিয়া তুমি সেই লোকে গমন করিব;

কর্ণ উত্তর করিলেন—

হে অৰ্জ্জুন! এই রঙ্গভূমি যোদ্ধা মাত্রেইর অধিকৃত, ইহাতে কাহাকেও
আহ্বান বা নিবারণ করা সম্বন্ধে তোমার কোনো প্রভূতা নাই।

অনন্তর অৰ্জ্জুন দ্রোণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া এবং ভ্রাতৃগণকর্তৃক
উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থে কর্ণের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সভাস্থ সকলেই মনে মনে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পাড়লেন, দ্রোণ কৃপ
ও পাণ্ডবভ্রাতৃগণ অৰ্জ্জুনের পক্ষ এবং ধার্তরাষ্ট্র শতভ্রাতা ও অশ্বত্থামা
কর্ণের পক্ষ লইলেন।

দুই পুত্রের মধ্যে আসন্ন সাম্রাজ্যাতিক যুদ্ধসম্ভাবনায় কুন্তী মনের আবেগে
একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। কুশলী কৃপাচার্য্য সমূহ বিপদ বুঝিয়া
যুদ্ধনিবারণ-কামনায় কর্ণকে বলিলেন—

হে বসুসেন! অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত রাজকুমারের ত যুদ্ধ
করিবার নিয়ম নাই। তোমাকে সকলে সূতপালিত বলিয়াই জানে,
সূতপুত্রের সহিত রাজপুত্র কি প্রকারে যুদ্ধ করিবেন? তবে হে মহাবাহো!
তুমি যদি তোমার প্রকৃত পিতামাতার নামোল্লেখপূর্বক কোন রাজ বংশকে

তুমি অলঙ্কৃত করিয়াছ তাহা আমাদের নিকট জ্ঞাপন কর, তাহা হইলে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন অনায়াসেই তোমার প্রতিযোদ্ধা হইতে পারেন।

এইরূপে অভিহিত হইলে কর্ণ স্বীয় কুলশীল না জানায় লজ্জায় অধোবদন হইয়? রহিলেন। দুর্যোধন স্বীয় শরণাগত বীরের অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া উত্তর প্রদান করিলেন—

হে আচার্য্য! আমি ত জানিতাম যে, বীরের সহিত বীরমাত্রই যুদ্ধের অধিকারী। যাহা হউক অর্জুন যদি রাজা ব্যতীত অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এইক্ষণেই বসুসেনকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।

এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণপীঠ আনয়নপূর্বক তদুপরি কর্ণকে উপবিষ্ট করাইয়া, মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণগণকে আহবানপূর্বক লাজ কুসুম ও সুবর্ণদ্বারা তাঁহাকে যথাবিধি অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। দারুণ অবমাননাকালে এইরূপে মর্যাদা রক্ষা হওয়ায় কর্ণ দুর্যোধনের প্রতি যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ হইলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

মহারাজ! রাজাদানের অনুরূপ তোমার কোনো প্রত্যুপকার করিবার আমার সাধ্য নাই। তবে আমার সাধ্য অনুসারে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।

দুর্যোধন প্রীতিসহকারে কহিলেন—

হে অঙ্গরাজ! এক্ষণে তোমার সহিত চিরসখ্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা করি।

কর্ণ তথাস্ত, বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন এবং যাবজ্জীবন ক্ষণকালের নিমিত্তও এ প্রতিজ্ঞার তিনি অন্যথাচরণ করেন নাই।

এই সময়ে রাজ-সূত অধিরথ, অর্জুনের সহিত কর্ণের বিবাদের কথা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ নিবারণ উদ্দেশে ঘর্ষাত্তকলের ও স্থলিতোত্তরচ্ছদ হইয়া সহসা রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পিতৃতুল্য সারথির গৌরব-রক্ষার্থ শরাসন পরিত্যাগপূর্বক তাহাকে সভাস্থ সকলের সমক্ষে প্রণাম করিলেন। অধিরথ কর্ণকে অক্ষত দেখিয়া আনন্দ ভরে তাঁহাকে পুত্রসম্বোধনপূর্বক তাঁহার অভিষেক মস্তক পুনর্বীর আনন্দাশ্রুপাতে অভিষিক্ত করিলেন।

ইহা অবলোকন করিয়া ভীমসেন বিদ্রপবাক্যে কহিলেন—

হ সূতনন্দন! যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের মত বীরের হস্তে প্রাণ বিসর্জন করিতে শসা তোমার পক্ষে সুযুক্তির কার্য্য হয় নাই। কুঙ্কুর যেমন যজ্ঞীয় হবি সেবনের অনুপযুক্ত, তোমাকে তেমনি অঙ্গরাজ্য শোভা পায় না। তোমার পক্ষে কুলোচিত বল্লা-গ্রহণই শ্রেয়স্কর।

এই উদ্ধতবাক্যে কণ ক্রোধে অধীর হইলেন, তাঁহার অধর কম্পিত হইতে লাগিল, কিন্তু বহুকষ্টে অশ্রুসম্মরণপূর্বক তিনি অস্ত্রাচলগামী সূর্যকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসহিষ্ণু দুর্যোধন ভীমের শ্লেষ বাক্যে সহসা উখিত হইয়া কহিলেন-

হে ভীম, এ অশিষ্ট উক্তি তোমার উপযুক্ত হয় নাই। ক্ষত্রিয়দের বলাই শ্রেষ্ঠ। যিনি নিজ ভুজবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ, তাঁহার পক্ষে অঙ্গরাজ্য তো সামান্য। বসুসেন যেরূপ সহজ ও কুণ্ডল ও কবচে শোভমান, তাহাতে তিনি সামান্য বংশসম্ভূত নহেন বলিয়া বিলক্ষণ প্রত্যয় হয়। যাহা হউক বসুসেনের অঙ্গরাজ্যপ্রাপ্তি-সম্বন্ধে যাঁহার বিদ্বেষ থাকে, তিনি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।

এই বাক্যে সভাস্থ অনেকে ধন্য ধন্য করিল।

এই সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় সেদিনকার অস্ত্রপরীক্ষাব্যাপার সমাধা হইল। দুর্যোধন কণের সম্ভধারণপূর্বক রণস্থল হইতে নিষ্কান্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ দ্রোণ ও ভীষ্মের সহিত স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে পৌরগণ কে অর্জুনের, কে কণের, কেহ দুর্যোধনের প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

এদিকে পৌরগণ পাণ্ডবদিগকে অশেষগুণসম্পন্ন দেখিয়া সর্বদাই তাহাদের গুণকীর্তন করিত। যেখানে জনকতক একত্র হইত, সেখানেই পাণ্ডবদের রাজাপ্রাপ্তিসম্বন্ধে আলোচনা হইত।

এই সকল কথোপকথন ক্রমে দুর্যোধনের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং সম্ভ্রম ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

হে পিতঃ! পৌরগণ আপনাকে ও ভীষ্মকে অতিক্রম করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিবার পরামর্শ করিতেছে। শুনিতে পাই ইহাতে রাজ্যপরাঙ্কুখ ভীষ্মেরও সম্মতি আছে। এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে আর নিস্তার নাই।

পুত্রের কাতরাক্তি শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র দোলাচলচিত্ত হইলেন, কিন্তু তথাপি অধর্মভীতিনিবন্ধন কোনো কার্য্য করিলেন না।

কিন্তু দুর্যোধন নিশ্চিত্ত রহিলেন না। তিনি বন্ধু কর্ণ ও মাতুল শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিয়া পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিলে—

হে তাত! আপনি পাণ্ডবগণকে কোনো সুনিপুণ উপায়ে কিয়ৎকালের নিমিত্ত বারণাবৎ নগরে প্রেরণ করুন। এক্ষণে সমুদায় ধন ও অমাত্যবর্গ আমারই অধীন, আমি ইত্যবসরে উপযুক্ত উপায়ে পৌরগণকে বশীভূত করিয়া সাম্রাজ্য হস্তগত করিলে পর অন্যায়সে আশঙ্কাসূন্য হইয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন।

ধৃতরাষ্ট্র এই সকল যুক্তি সর্বদাই অন্তঃকরণে আলোচনা করিতে লাগিলেন। দুর্যোধনও কার্য্যসিদ্ধি উপলক্ষ্যে প্রজাবর্গকে ধন মান দ্বারা বশীভূত করিতে যত্নবান্ হইলেন। অবস্থা যখন অনুকূল বিবেচিত হইল, তখন একদিন পূর্বপরামর্শ অনুসারে মন্ত্রণাকুশল জনৈক অমাত্য রাজসভায় সকলের উপস্থিতিতে বলিতে লাগিলেন—

বারণাবৎ নগর অতি বৃহৎ ও পরম রমণীয় স্থান। তথায় ভগবান্ ভবানীপতি প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই সময়ে তাঁহার পূজনার্থে নানা দিশে হইতে জনসমাগম হইবে।

এই প্রশংসাবাক্য শুনিয়া বারণাবৎ নগর দর্শন করিবার ইচ্ছা পাণ্ডবদের মনে উদয় হইল। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের কৌতূহলের উদ্রেক বুঝিতে পারিয়া দুর্যোধনের প্রীতিসাধনমানসে প্রবৃত্ত হইয়াও অধর্মভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া কুণ্ঠিতান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে উৎসাহ করিয়া বলিলেন—বৎসগণ, সকলেই আমার নিকট বারণাবতের প্রশংসা করে, অতএব ইচ্ছা হয় ত কিছুদিন তথায় কালযাপন করিয়া আসিতে পার।